পরিহাস

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

অনেক বছর ব্যবধানে মানবজীবনে যে নাটক অভিনীত হয়, যে। সূক্ষ্ম আবেদনের সৃষ্টি করে, এ গল্পটি তারই গল্প।

রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মারা যান ১২৬৫ সালে, তখন তার সম্পত্তি বেশ ভালোই ছিল কুড়ুলগাছিতে। রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী-পুত্র ছিল না। তিনি তার সম্পত্তি ছোট ভাইরামগতিকে দিয়ে গেলেন। সন্ধ্যার সময় ছোট ভাইকে ডেকে বললেন—কিছু মনে করিস নে রামা—অনেক মামলা করেছিতোর সঙ্গে বিষয় নিয়ে। সব তো রেখে যেতে হল। সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারলাম না। এখন সব বুঝতে পেরেছি ভাই, কিছুই কিছু না।নকলের জন্যে আসল হারিয়ে বসে আছি। একটা কথা বলি শোন্। উঠোনের ঐ জবাতলায় আমার শ-পাঁচেক টাকাপোঁতা আছে। তুলে নিস্।

রামগতির সঙ্গে দাদার মুখ-দেখাদেখি ছিল না বহুদিন থেকে। কেউ কারও বাড়িতে যেতো না, যদিও পাশাপাশিবাড়ি।

রামগতি কেঁদে ফেলে বললেন—দাদা, তুমি কি বলচো, আমি যশাইকাটি থেকে নীলমণি কবিরাজকে কাল সকালেইনিয়ে আসবো। কোনো ভয় নেই দাদা, তুমি ভালো হয়ে উঠবে।

রামতারক ম্লান হেসে বললেন—এদিকে আয়, আশীর্বাদ করি –

নীলমণি কবিরাজকে আর আনতে হয়নি। শেষরাত্রেরটাল আর সামলে ওঠেনি বৃদ্ধ রামতারক।

দাদার শ্রাদ্ধ-শান্তি রামগতি পল্লিগ্রামের হিসেবে ভালোভাবেই করলেন। লোকে তাকে ভালোই বললে। এতদিনদাদা মামলা-মোকদ্দমা করে ছোট ভাইকে নাস্তানাবুদ করেছিল, অনেক ফাঁকি দিয়েছিল বুড়ো। রামগতি ভালো প্রতিশোধইনিয়েচে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পরে একদিন রামগতি তাঁর চাকর হারাধনকে ডেকে বললেন—হারাধন, একটা কোদালনিয়ে চল তো আমার সঙ্গে দাদার বাড়ি।

—কেন গো ছোটবাবু ?কি হবে কোদাল ?

—চল্ না বলচি।

দাদার বাড়ির উঠোনে পৌঁছে হারাধনকে বললেন—এইজবাগাছের তলায় খোঁড় দিকি ভালো করে।

—কেন ?

—দাদা বলে গিয়েছিল, টাকা পোঁতা আছে ওর তলায়।

—তুমিও যেমন পাগল ! টাকা পুঁতে রেখে গিয়েচেতোমার জন্যি ?

—তুই খোঁড় দিকি ভালো করে ! বকিস্ নে।

হারাধন এ সংসারের বিশ্বাসী পুরনো চাকর। অনেকদিন থেকে রামগতির কাছে আছে। মনিবের ওপর অনেক সময় সেহুকুম চালায়। ভালোমানুষ রামগতি হাসিমুখে সহ্য করে।

অনেকক্ষণ ধরে খোঁড়া হল, কিছুই পাওয়া গেল না।রামগতি বললেন—উত্তর দিকে খোঁড় দিকি—

আবার খানিক পরে বললেন-পেলি নে ?আচ্ছা, দক্ষিণদিকে খোঁড়—

ছ'ঘণ্টা খোঁড়াখুড়ির পরেও কিছু পাওয়া গেলনা।রামগতিএই টাকার ওপর নির্ভর করে দাদার শ্রাদ্ধে কিছু বেশি খরচকরে ফেলেছিলেন। হারাধন বললে—তখুনি বললাম ছোটবাবু,ওঃ—বড়বাবুর আর খেয়ে দেয়ে কাম নেই—আপনার জন্যিট্যাকা পুঁতে রেখে যাবে !

—তাই তো ! বললে যে দাদা মৃত্যুর কিছু আগে ?

—অমন বলে। রোগের সময় কে কি বলে তাই কি আর দেখতি গেলি চলে ?

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রামগতির মৃত্যু হল। রামগতিরএকমাত্র শিশুপুত্রের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর।

রামগতির বিধবা পত্নী ছেলেটিকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় তারবাপের বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় প্রতিবেশীদের বাড়ি বাসন-কোসন, পিঁড়ি, খাট, বালতি রেখে চলে গেল।

চুয়াডাঙ্গায় রামগতির স্ত্রীর বাপের বাড়িতে শুধু তার এক ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না। ভাইটি মূর্খ এবং গুলিখোর।অবস্থা ভালো নয়। অতিকষ্টে সংসার চলে।

গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াতেই রামগতির স্ত্রীর ভাজ উঁকিমেরে বললে—কে গা ?ওমা, এ যে ঠাকুরঝি ! আহা, এসোএসো—এ বুঝি খোকন ?এসো বাবা—

রামগতির স্ত্রীর চোখে জল এল। সে যে সংসারে বধূরূপেঢুকেছিল সেখানকার অবস্থা এদের চেয়ে অনেক সচ্ছল, অনেকভালো। রামগতির অংশে ত্রিশ বিঘে জমি ছিল প্রজাবিলি। কিছুখাজনা এবং কিছুদান পাওয়া যেতো। খাওয়া-দাওয়ার অবস্থাওছিল অনেক ভালো।

কিন্তু রামগতির স্ত্রী শিশুপুত্র নিয়ে সেখানে থাকতে সাহস করে নি বলেই দাদার আশ্রয়ে এসে পড়লো। গোড়া থেকেই সে ভুল করেছিল।

গুলিখোর দাদার ঘরে সবদিন চাল থাকে না। মামীমা রামগতির ছেলে সতুকে বলে—তোর মামার কাছে গিয়ে বল্, ঘরে চাল নেই—নইলে খাওয়া হবে না—

সতু গুলির আড্ডার দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলতো—ও মামা ?

কেউ কথা বলেনা। আড্ডার রকম দেখে সতুর মুখ দিয়েও কথা বেরুতে চাইতো না। সেখানে দেওয়ালে হেলান দিয়ে সারি সারি লোক বসে আছে—মুখে তাদের লম্বা পাকাটিরনল, কলসির কানাভাঙার ওপর বসানো থেলো হুঁকোর সঙ্গেসেই নল লাগানো। কারো বিশেষ হুঁশ নেই। চোখ বোজানোঅবস্থায় গল্প চলচে ওদের মধ্যে—সতু বুঝতে পারতো না সেসব গল্পের মানে। তখন তার বয়স আট ন' বছর হবে।

মামাকে আবার ডাকতো—ও মামা ?

মামা আস্তে আস্তে চোখ চেয়ে বল্তো—কে রে ?

—আমি সতু। মামীমা পাঠিয়ে দিলে। ঘরে মোটে চালনেই।

—চাল নেই ?আচ্ছা বোস্। এমন চাল খাওয়াবো তোরমামীকে বুঝতে পারবে চাল কাকে বলে।

আবার আধ ঘণ্টা। মামার সাড়াসংজ্ঞা নেই। বেলা হয়েযাচ্চে, মামী ভাত চড়াবে কখন ?তারও খিদেতে পেট জ্বলচে। সে আবার ডাক দিলে—ও মামা ?

—কে রে ?

—আমি সতু। চালের পয়সা দাও মামা। ঘরে চাল নেই।কিচ্ছু।

—দাঁড়া। হাতি বিক্রি করি আগে ! হাতিটা বিক্রি করেইতোকে চাল তো চাল—

ঘরের মধ্যে ও-কোণ থেকে একজন টেনে টেনেবললে—হাতি কেন দাদা, আমবাগানটা বিক্রি করে দ্যাও না—

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল।

সতু ডাকলে—ও মামা ?

-কি রে ?

—চালের পয়সা দাও—

মামা ট্যাক থেকে দু'আনা পয়সা বার করে ওর দিকে ছুঁড়েদিয়ে বললে—যা—আর নেই। ওই দিয়ে চালাতে বল্‌গে যেকরে হোক—

এই রকম ছিল মামাবাড়ির সংসার।

মামী খুব ভালো লোক ছিলেন না। ভাত দুটো দিতেন বটে, কিন্তু হাজার মুখনাড়া দিয়ে আর হাড়ভাঙা খাটিয়ে নিয়ে।

সতুর মা ইতিমধ্যে একবার কুড়ুলগাছিতে গিয়ে দেখেনতাঁদের জমিজমা অপরে দিব্যি দখল করে ভোগ করচে। তাঁরহয়ে কথা বলে এমন লোক পাওয়া গেল না। মামলা করা একামেয়েমানুষের কর্ম নয়। দেখে শুনে তিনি আবার বাপের বাড়িচলে এলেন। সতু গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখে দু'ক্রোশদূরবর্তী চুয়াডাঙ্গার হাইস্কুলে ভর্তি হল। কয়েক বছর অতি কষ্টেপড়াশুনো করে সে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করলে। তারবয়েস তখন আঠারো বছর।

এই সময় সতুর মা পরলোকগমন করলেন। সতুর মামীমাওকে বললেন—এইবার একটা চাকরি-টাকরি দেখে নাও বাবা।সংসার আর চলে না। তোমার মামাও বুড়ো হয়েচেন। আরতার ক্ষমতা নেই চালাবার।

মামাতো ভাই দুটি ছিল অজমূর্খ, বর্ণজ্ঞান পর্যন্ত তাদের হয় নি। পরের গাছের আম, কাঁঠাল চুরি, মাছ ধরা, এই ছিলতাদের কাজ। সতুর চেয়ে বয়সেও ওরা ছোট ছিল। সুতরাংসতুর ওপর পড়লো গোটা সংসারের দায়িত্ব।

একদিন ওর মামী বললেন—সতু, একবার যাকুড়ুলগাছিতে। ঠাকুরজামাইয়ের অনেক সম্পত্তি ছিল, ঠাকুরঝি অনেক বাসন-কোসন পরের বাড়ি রেখে এসেছিলশুনতাম। দেখে আয় দিকি বাবা—

সতুর মাও তাকে মরবার সময় এ কথা বলে গিয়েছিলেন।বলেছিলেন—অমুক অমুকের বাড়ি বাসন আছে। রুপোর খাড়ুআছে। দাদার তো এই সংসার, কখনো আনতে ভরসা পাইনি। উড়ে যেত এতদিন। তারা খুব বিশ্বাসী। আমার নাম করে জিনিসগুলো ফেরত নিবি তাদের কাছ থেকে। বৌমাকে তোদেখতে পেলাম না, বৌমাকে দিয়ে বলবি, আমি দিইচি তাকে।

অনেক দিন পরে সতু এল কুড়ুলগাছিতে। পাঁচ বছরবয়সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল, সে কথা কিছুই মনে নেই।বাবার কথা মনে পড়ে ওর চোখে জল এল। হারানো শৈশবেরকত আবছায়া অস্পষ্ট স্মৃতি মনে জাগে। যেন ওই জানলারধারে রোয়াকের কোণে কবে বাবা তাকে কোলে নিয়ে আদর করেছিল, সেই মুখখানা যেন আজও মনে পড়ে।

পুরনো বাড়িতে ঢোকা যায় না। ঘন জঙ্গলে উঠোন ঢেকে ফেলেচে। ছাদের কার্নিসে জিউলি গাছ মস্ত বড় হয়েআঠা ঝরাচ্চে। বটগাছ গজিয়ে ফল প্রসবের অবস্থায় এসে পৌঁছেচে।

তবুও সে পরের বাড়ি থাকলো না।

জন ধরে বনজঙ্গল কাটিয়ে এবং একটা ঘর পরিষ্কারকরিয়ে নিয়ে সেখানেই থাকলো।

সঙ্গে এনেছিল একটা ছোট বিছানা, মশারি, বালিশ।

যাদের নাম মা করেছিল মৃত্যুর আগে—সে সব জায়গায়গিয়ে বাসন চাইলে সতু।

তারা বললে—হ্যাঁ বাবা, সেকি কথা ! আমাদের কাছে বাসন ?সে কবে নিয়ে গিয়েচে তোমার মা ! সে কি আজকেরকথা বাবা ?না, না, থাকলে যে দেব না, তেমন অধর্ম কাজকখনো হবে না আমার হাড়ে। না বাবা, সে সব তোমার মানিয়ে গিয়েছিল।

কেউ কিছু দিলে না। অথচ তাদের অবস্থা ভালো, কোঠাবাড়ি—দু-একজনের দোতলা বাড়ি। সবাই হাসিমুখে মিষ্টিকথায়ফাঁকি দিলে ওকে।

দুটো বাঁশঝাড় গ্রামের শ্যাম চক্কত্তি দিব্যি ভোগ-দখল করচেন খবর পেয়ে সেখানে যেতে বৃদ্ধ শ্যাম চক্কত্তি হেসে বললেন—এসো বাবা, এসো। ও বাঁশঝাড় আমারই। সীমাছাড়া হয়ে পড়েছিল বলে তোমার বাবার সঙ্গে গোলমাল হয় ওইনিয়ে। গাঁয়ের পাঁচজনকে জিগ্যেস করে দেখো। ও আমার পৈতৃক আমলের বাঁশঝাড়।

মিটে গেল।

সতু ছেলেমানুষ, বিষয়-সম্পত্তির কিই বা বোঝে, কিই বাজানে, ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ফাঁকি দিল ওকে।

কেবল মুড়োরপাড়ার জীবন ডাক্তারদের বাড়ি ওসত্যিকারের স্নেহ পেলে খানিকটা। জীবন ডাক্তারের স্ত্রী ওকে বললেন—তুই তখন এতটুকু, এখানে আসতিস। তালশাঁসদিতাম হাতে, খেতিস বসে বসে। আহা তোর মা'র তো আর মরবার বয়স হয় নি, অল্প বয়সে মারা গেল ! অল্পভুগীলোক—বোস, দুটো মুড়ি খা।

কে একজন একদিন ওকে এসে বললে—বাবু, আপনাকে ডাকছে আপনাদের পুরানো চাকর হারাধন। সেউঠতে পারে না বিছানা থেকে, আপনি এসেচেন শুনে ক'দিন কেবল আমাকেবলচে আপনাকে ডাকতে। তা আমার সময় হয় না—

সতু হারাধনের নাম শুনেছিল তার মায়ের মুখে। ছেলেবেলায় দেখলেও সে-কথা তার মনে ছিল না।

লোকটা ওকে একটা ভাঙা কুঁড়েঘরে নিয়ে গেল।উঠোনে একটা কামরাঙা গাছে পাকা পাকা কামরাঙা ঝুলচে। ঘরের দাওয়ায় একটা মাছ-ধরা ঘুনি উপুড় করা আছে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকারে মেঝের ওপর বিছানায় একটালোক শুয়ে ছিল। সতু ঘরে ঢুকতে লোকটা বিছানায় উঠেবসবার চেষ্টা করলে। মুখের দিকে চোখ চেয়ে বললে—কে, খোকন ?আমার খোকন-সোনা ?আয়, কাছে আয়, ভালো করে দেখি—কোলে-পিঠে মানুষ করেচি রে তোরে।

লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। সতু তো অবাক ! চুপ করেই রইল সে।

লোকটা বললে বাবা, তোমারে ডেকেচি কেন বলি। আমি মহাপাপ করেছিলাম। তোমার কাছে সেটা বলি। আমারসব গায়ে ঘা হয়েছে, তার ওপর জ্বর। খেতে পাইনে, কেউএকটু জল মুখে দেবার লোক নেই। তোমার জ্যাঠামশাই মরবার সময়ে তোমার বাবারে বলে, তাদের উঠোনে জবাতলায় পাঁচশো ট্যাকা পোঁতা আছে। আমারে সে ট্যাকা তুলতে বলেতোমার বাবা। আমি মাটি খুঁড়ে দ্যাখলাম একটা পেতলের বোগনোর কানা দেখা যাচ্চে। আমি তার ওপর অমনি মাটিচাপা দিয়ে ফেললাম। কুবুদ্ধি চাপলো মাথায়। তোমার বাবাও দ্যাখলে না। ভাবলে, আমি অনেক দিনের বিশ্বাসী লোক, আমিকি আর ফাঁকি দেবো ?রাতারাতি সেই ট্যাকার বোগনো আমিতুলে নিয়ে গিয়ে—তোমার কাছে বলতি লজ্জা করে—আমার একবিটি ইয়ে ছিল—তার হাতে নিয়ে গিয়ে দেলাম। সে ট্যাকা আমার ভোগে হয় নি বাবা। সে-ই মেরে দেলে ট্যাকাটা। দিন পনেরো পরে ট্যাকা নিয়ে সে গঙ্গার ওপারে তার বোনভগ্নিপতির কাছে চলে গেল। তোমরাও এখান থেকে চলেগেলে। আমার সেই থেকেই খারাপ অবস্থা, এখন আর খেতেপাইনে। যতদিন শরীরে শক্তি ছেল, জন খেটে পেটের ভাত চালিয়েচি। এখন বুড়ো হয়ে গিইচি, রোগগ্রস্ত, আর খেতে পাইনে। আমার এমন হবেই যে, বিশ্বেসঘাতুকি কাজ করিচি, পুরনো মনিবের ট্যাকা চুরি করিচি, আমার এমন হবে না তোকার হবে বাবা ! আজ তোমার কাছে বললাম, যদি তাতে পাপের বোঝা কমে...আর আমার হয়ে এল, খোকন, বড্ডজোর দুটো একটা মাস—তোরে যে দ্যাখলাম মরবার আগে—সতু কিছুক্ষণ সেখানে বসে দু-একটা সান্ত্বনার কথা ওকে বললে। তারপর পকেটে হাত দিয়ে যা কিছু ছিল, ওর বিছানার পাশে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এল।